

বাংলাদেশের কৃষিজ উৎপাদনে

উশর ও খারাজ

ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

উশর : পরিচয়, প্রকার ও পরিমাণ

উশর	১৫
উশরের প্রকারভেদ	১৬
উশর ও অর্ধ-উশরের দলিল	১৬
কোন কোন ফসলে উশর ফরজ হয়	১৭
পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার	২৪
উশরের নিসাব	২৬
পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার	৩০
পাঁচ ওয়াসাকের আধুনিক পরিমাণ	৩০
যেসব ফসল ওয়াসাকে পরিমাপ করা হয় না	৩৪
উশরসংক্রান্ত আরও কিছু মাসয়ালা	৩৫
• নিসাব পূর্ণ করার জন্য ভিন্ন জাতের ফসল একত্র করা	৩৫
• একই ব্যক্তির মালিকানাধীন বিচ্ছিন্ন জমির উৎপাদন	৩৭
• যৌথ মালিকানাধীন জমির উৎপাদনের উশর	৩৭
• উশর ব্যয়ের খাত	৩৮
• উশর ও জাকাতের মাঝে পার্থক্য	৩৯
• উৎপাদন খরচ কর্তন	৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফল-ফসলের জাকাত নির্ধারণে উৎপাদন খরচের ভূমিকা

মূল বিবেচ্য বিষয়	৪১
বিবেচ্য বিষয়ে মাজহাবসমূহের মতামত	৪২
পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার	৫৫

তৃতীয় অধ্যায়

খারাজ : পরিচয়, প্রকার, পরিমাণ ও প্রবর্তনের ইতিহাস

খারাজ কী	৫৯
খারাজের বিধান চালুর ইতিহাস	৬১
খারাজের প্রকারভেদ ও পরিমাণ	৬৬
১. খারাজ আল-ওয়াজিফাহ (خراج الوظيفه)	৬৬
• খারাজ আল-ওয়াজিফাহ (خراج الوظيفه)	৬৭
• আবাদি জমি ও সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত অনাবাদি জমির খারাজ	৬৮
• খারাজের পরিমাণ সম্পর্কে বিপরীতধর্মী তথ্যসংবলিত বর্ণনার মাঝে সমন্বয়	৭২
• খারাজ আল-ওয়াজিফা মৌসুমি নয়, বর্ষভিত্তিক	৭৪
২. খারাজ আল-মুকাসামা (خراج المقاسمة)	৭৫
• খারাজ আল-মুকাসামা প্রবর্তনের ইতিহাস ও পরিমাণ	৭৫
• খারাজ আল-মুকাসামার হার	৭৭
• খারাজের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি	৭৮
• খারাজের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ/হার	৭৮
• খারাজের ব্যয়ের খাত	৭৯

চতুর্থ অধ্যায়

উশরি ও খারাজি ভূমি : পরিচয়, প্রকৃতি ও পরিবর্তন

উশরি ভূমির পরিচয়	৮২
উশরি ভূমির বিধান	৮৫
খারাজি জমির পরিচয়	৮৬
খারাজি জমির বিধান	৮৮
অমুসলিমের উশরি ভূমি ক্রয়	৯৮
উশর ও খারাজ একত্রকরণ	১০০
পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার	১০৪

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের ভূমি উশরি না খারাজি ভূমিব্যবস্থা ক্রমবিকাশের আলোকে
পর্যালোচনা

বাংলার সাথে আরবদের প্রাচীন যোগাযোগ	১০৬
মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলার মুসলিম বাসিন্দা	১০৯
মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় ইসলাম প্রচার	১১১
● মুসলিম বিজয়ের পর বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনা	১১২
● মুসলিম আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনায় উশরের অবস্থান	১১৯
● চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও খারাজব্যবস্থার বিলুপ্তি	১২৩
● লাখেরাজ জমির ক্রমসংকোচন	১২৫
● খারাজব্যবস্থা ফিরে আসেনি	১২৭
● খাজনা নিশ্চিতভাবে খারাজের বিকল্প নয়	১২৭
● বাংলাদেশের ভূমি উশরি না খারাজি	১২৯
● উশর বা খারাজ; কোনোটাই কি বাংলাদেশে আদায় করা হয়	১৩০
● উপসংহার	১৩৪
● উশর ও খারাজের বিধানের সারসংক্ষেপ	১৩৫
উপসংহার	১৩৭
তথ্যসূত্র	১৩৮

প্রথম অধ্যায়

উশর : পরিচয়, প্রকার ও পরিমাণ

উশর

ইসলামের অন্যতম রুকন জাকাত। এটি সাধারণ পরিভাষা। প্রকার-প্রকৃতি ও ধরননির্বিশেষে যেকোনো সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ হতে নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ সুনির্দিষ্ট খাতে দান করাকে সাধারণভাবে জাকাত বলে। তবে বিশেষ সম্পদের জাকাত বোঝাতে বিশেষ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ একটি পরিভাষা হলো ‘উশর’। এটি আর্থিক ইবাদত জাকাতেরই একটি বিশেষ রূপ।

عشر হতে উশর (عشر) উদ্ভূত। عشر-এর অর্থ হলো দশ। আর উশরের অর্থ হলো দশ ভাগের এক ভাগ বা এক-দশমাংশ। মুফতি আমিমুল ইহসান আল-মুজাদ্দি আল-বারাকাতির ভাষায় উশর হলো—

واحد الأجزاء العشرة أو نصفه يؤخذ من الأرض العشرية.^১

‘(ফসলের) এক দশমাংশ বা তার অর্ধেক, যা উশরি জমির (উৎপন্ন ফসল) হতে আদায় করা হয়।’

ফল-ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে এই পরিভাষা চালু হওয়ার কারণ হলো, সাধারণত উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ (১০%) জাকাত হিসেবে আদায় করতে হয়। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে উৎপন্ন ফসলের ৫% বা অর্ধ-উশর আদায় করতে হয়। তবে অধ্যায় শিরোনামের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সাধারণ পরিভাষা তথা উশর শব্দটি।

উশরের প্রকারভেদ

^১ মুফতি আমিমুল ইহসান আল-মুজাদ্দি আল-বারাকাতি, *আল-তারিফাত আল-ফিকহিয়াহ* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ২০০৩), ১৪৭।

আদায়যোগ্য জাকাতের পরিমাণ বিবেচনায় উশর দুই প্রকার—

ক. উশর বা এক দশমাংশ,

খ. অর্ধ-উশর বা বিশ ভাগের এক ভাগ (৫%)।

উশর (১০%) : বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক ঝরনা বা নদ-নদীর পানি দ্বারা যে জমি সিক্ত হয় বা যে জমিতে উদ্ভিদ শিকড় দিয়ে মাটি হতে রস টেনে নেয় (অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে সেচ দিতে হয় না) সেটির উৎপাদিত ফসল হতে ১০% জাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

অর্ধ-উশর (৫%) : যে জমিতে পানি বহনকারী পশু, বড়ো বালতি বা কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে সেচ দেওয়া হয়, সেটির উৎপন্ন ফসল হতে অর্ধ-উশর তথা বিশ ভাগের এক ভাগ (৫%) জাকাত আদায় করতে হবে।

কোনো জমিতে উৎপাদনের কাজে আংশিকভাবে কৃত্রিম উপায়ে সেচ দেওয়া হলে আদায় করতে হবে ৭.৫% উশর।^২

উশর ও অর্ধ-উশরের দলিল

আল-কুরআনুল কারিমের আয়াতের মাধ্যমে উশর ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

‘তোমরা ফসল কাটার দিন তার হক আদায় করো।’^৩

তবে উশরের নিসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিধান হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

ক. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيَا الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ^৪

‘যে জমি বৃষ্টি বা ঝরনার পানিতে সিক্ত হয় কিংবা যে জমিতে উদ্ভিদ শিকড় দিয়ে রস টেনে নেয় তাতে উশর (১০%) এবং যাতে পানিবহনকারী পশু দ্বারা সেচ দেওয়া হয় তাতে অর্ধ-উশর (৫%)।’

খ. উপরিউক্ত হাদিসটির আরেকটি সংস্করণ নিম্নরূপ—

^২ Editorial Board, *Shari'ah Standard* (Manama: AAOIFI 2015), p. 874.

^৩ আল-আন'আম, ১৪১।

^৪ সহিহুল বুখারি, কিতাবুজ জাকাত, অনুচ্ছেদ: আকাশের পানি ও বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমির উশর, হাদিস : ১৩৮৮।

فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلَا الْعُشْرِ وَفِيهَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ
نَصْفَ الْعُشْرِ.^৫

‘যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝরনার পানি দ্বারা সিঞ্চিত অথবা এমন ভূমি, যা স্বাভাবিকভাবে তলদেশ থেকে আপনাআপনিই সিক্ত হয়, তাতে উশর (১০%) দেওয়া ওয়াজিব। আর যে ভূমি পশু অথবা বড়ো বালতি বা কোনোরূপ সেচযন্ত্রের দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাতে উশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।’

গ. যুক্তিনির্ভর দলিল : উশর আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করা যায়, গরিব ও অভাবীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক কর্তব্য পালনে সামর্থ্যবান করা যায়, তা ছাড়া উশর আদায়কারীর সম্পদ পবিত্র হয়, তার অন্তর কৃপণতা ও লোভের কলুষমুক্ত হয়। তাই এর সৌন্দর্য ও কল্যাণকামিতা প্রমাণিত।

সারকথা হলো, প্রাকৃতিক উপায়ে যদি জমি সিক্ত হয় এবং সেচ বাবত কৃষকের অর্থ ব্যয় করতে না হয়, তাহলে সে জমির উৎপন্ন ফসল হতে ১০% জাকাত দিতে হবে। আর কৃত্রিম উপায়ে জমিতে সেচ দেওয়া হলে অর্থাৎ সেচের জন্য কৃষককে ব্যয় করতে হলে জাকাত দিতে হবে সে জমির উৎপন্ন ফসল হতে ৫%।

কোন কোন ফসলে উশর ফরজ হয়

মুসলিমের মালিকানাধীন ভূমিতে যা কিছু উৎপাদিত হয়, তা হতেই কি জাকাত আদায় করতে হবে? নাকি ফসলের প্রকৃতিভেদে কয়েক প্রকারের ফসলের ওপর উশর ফরজ হয়? অথবা অন্য প্রকারের ফসল কি জাকাতের বিধানের আওতামুক্ত?

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে ফকিহগণের মাঝে। উৎপাদিত ফসলের প্রকৃতিগত ভিন্নতা বিবেচনায় না নিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সকল প্রকারের কৃষিজ উৎপাদনে উশর ফরজ হবে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ইবন হাম্বল ও হানাফি মাজহাবের অপর দুই ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতে, কেবল সংরক্ষণযোগ্য ফল-ফসলে উশর ফরজ। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণে উভয় অভিমত সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম অভিমত : সকল প্রকারের কৃষিজ উৎপাদনের ওপর উশর ফরজ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সকল প্রকারের কৃষিজ উৎপাদনের ওপর উশর ফরজ। তবে বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনার দাবি রাখে। আমরা প্রথমে হানাফি মাজহাবের উৎসগ্রন্থগুলো হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি সংক্ষেপে উল্লেখ করব। এরপর উল্লেখ করব এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মূলনীতি ও দলিলগুলো।

^৫ সুনানু আবু দাউদ, কিতাবুজ জাকাত, অনুচ্ছেদ: ফসলের জাকাত, হাদিস : ১৫৮৬।

ইমাম শামসুদ্দিন আস-সারাখসি (১০০৯-১০৯০ খ্রি.) বলেন—

الأصل عند أبي حنيفة : كل ما يستنبت في الجنان ويقصد به استغلال الأراضي ففيه العشر.^৬

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দৃষ্টিতে মূলনীতি হলো—ফললাভের উদ্দেশ্যে জমি বা বাগান ব্যবহারের মাধ্যমে সেখানে যা কিছু উৎপাদন করা হয়, তাতে উশর ফরজ।’

হানাফি মাজহাবের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ আল-হিদায়াহ রচয়িতা আল-মারগিনানি বলেন—

في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سُقي سَيْحًا أو سَقْتَهُ السَّمَاءُ.^৭

‘কম হোক কিংবা বেশি হোক, জমি যা কিছুই উৎপাদন করে, তার ওপর উশর ফরজ; চাই সেচের মাধ্যমে উৎপাদন হোক কিংবা বৃষ্টির পানিতে।’

উপরিউক্ত উদ্ধৃতির ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত হানাফি ফকিহ ইবনুল হুমাম (১৩৮৮-১৪৫৭ খ্রি.) বলেন—

والمراد بما أخرجته الأرض ما ليس تابعاً للأرض فلا يجب في النخل والأشجار لأنها كالأرض ولذا تستتبعها الأرض في البيع.^৮

‘যা কিছু জমিতে উৎপন্ন হয় বলতে এমন উৎপাদন বোঝায়, যা জমির অনুগামী নয়; তাই খেজুরগাছ বা অন্য কোনো গাছের ওপর উশর ওয়াজিব নয় (বরং গাছের ফলের ওপর উশর ফরজ)। কেননা, গাছ জমির মতো। তাই জমি বেচাকেনায় গাছও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।’

অতএব, বলা যায়, ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিতে ভূমিজ উৎপাদনের ওপর উশর ফরজ হওয়ার মূলনীতি নিম্নরূপ—

ক. উৎপাদনের লক্ষ্যে মানুষের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফল বা ফসল উৎপাদিত হওয়া। তাই বনজঙ্গলে যে ফলমূল উৎপাদিত হয়, তাতে উশর ফরজ হয় না। তা ছাড়া ঘাস, লতাপাতা ও আগাছা ইত্যাদিতে উশর ফরজ হয় না। কারণ, চাষাবাদের মাধ্যমে মানুষ এসব উৎপাদন করে না, এগুলো এমনিতে জন্মায়।

খ. ভূমিজ উৎপাদন জমির সাথে সংশ্লিষ্ট বা জমির অনুগামী না হওয়া। তাই গাছের ওপর উশর ফরজ নয়; যদিও মানুষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে গাছরোপণ করে। কারণ, গাছ এমনভাবে

^৬ আস-সারাখসি, আল-মাবসুত (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ ১৯৫৯), ৩ : ২।

^৭ আল-মারগিনানি, আল-হিদায়াহ (করাচি : ইদারাহ আল-কুরআন ওয়া আল-উলুম আল-ইসলামিয়াহ ১৪১৭ হি.), ২ : ২০৯।

^৮ ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ২০০৩), ২ : ২৪৭

জমির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে বা ভূমির অনুগামী হয়, তা পৃথক করা যায় না। বরং গাছে উৎপাদিত ফলের ওপর উশর ফরজ।

সারকথা হলো, ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিতে সকল প্রকারের ফল-ফসলের ওপর উশর ওয়াজিব। তাঁর দৃষ্টিতে জাকাতযোগ্য ফল-ফসলের একটি নমুনা তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো—

ক. সকল প্রকারের দানাদার ফসল : ধান, গম, যব, ডাল, ছোলা, বাদাম, পেস্তা, আখরোট ইত্যাদি।

খ. সকল প্রকারের মশলাজাতীয় ভূমিজ উৎপাদন : মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, ধনে, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদি।

গ. সকল প্রকারের তরিতরকারি ও শাকশবজি : বেগুন, আলু, মুলা, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, ট্যাডুশ, পেঁপে ইত্যাদি।

ঘ. সকল প্রকারের ফলমূল : আম, জাম, কলা, পেঁপে ইত্যাদি।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, নিম্নলিখিত উদ্ভিদে উশর ফরজ নয়—

আগাছা, তৃণলতা, ঘাস, খড়, লাকড়ি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য গাছ, ঝাউগাছ, তুলাগাছ ও গিঁটযুক্ত উদ্ভিদ তথা বাঁশ ইত্যাদি। কারণ, উৎপাদনের লক্ষ্যে মানুষ এগুলোর চাষাবাদ করে না। তা ছাড়া এসব উদ্ভিদে জমির প্রবৃদ্ধি হয় না; বরং জমি চাষাবাদের উপযোগী করতে মানুষ এসব উদ্ভিদ কেটে পরিষ্কার করে। তবে অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদ যদি কখনো প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয় এবং ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে এগুলো রোপণ করা হয়, তাহলে তাতে উশর ফরজ হবে। যেমন, কোনো ভূমিকে যদি বাগান বা বাঁশঝাড় ও ঘাসক্ষেত বানায় তাহলে উশর ফরজ হবে।

আখ বা ইক্ষুতে উশর ওয়াজিব; যদিও তা দেখতে গিঁটযুক্ত উদ্ভিদ বা বাঁশের মতো। কারণ, মানুষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইক্ষু চাষ করে। তেমনিভাবে বাঁশসদৃশ উদ্ভিদ জোয়ারেও (millet) উশর ফরজ হবে। কারণ, ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলো দ্বারা জমি আবাদ করা হয়।^৯

সাহাবিগণের মাঝে ইবন আব্বাস (রা.), তাবেঈদের মাঝে উমর ইবন আবদিল আজিজ, ইবরাহিম আন-নাখায়ি ও মুজাহিদ এবং ইমামগণের মাঝে হাম্মাদ ও জুফার হতেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হয়েছে।^{১০}

দলিল : ‘সকল প্রকার কৃষিজ উৎপাদনে উশর ফরজ হবে’ এ অভিমতের সমর্থনে কুরআনের আয়াত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ও যুক্তি দ্বারা দলিল উপস্থাপন করা যায়।

^৯ আল-মারগিনানি, ২ : ২১১।

^{১০} বাদরুদ্দিন আল-আইনি, আল-বিনায়াহ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৯৯৯), ৩ : ৪১৭।

ক. আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^{১১}

‘ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের উপার্জিত ভালো জিনিস থেকে, এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় করো।’

খ. কুরআনের অপর আয়াতে এসেছে—

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^{১২}

‘এসব গাছপালায় যখন ফল হয়, তখন তোমরা ফল খাবে; তবে ফসল সংগ্রহের দিনে তার ন্যায্য অংশ দান করবে।’

গ. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيَا الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعَشْرِ

‘যে জমি বৃষ্টি বা ঝরনার পানিতে সিঁক্ত কিংবা যে জমিতে উদ্ভিদ শিকড় দিয়ে রস টেনে নেয় তাতে উশর (১০%) এবং যাতে পানিবহনকারী পশুর দ্বারা সেচ দেওয়া হয় তাতে অর্ধ-উশর (৫%)।

ঘ. তিনি আরও বলেন—

فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعَشْرُ وَفِيهَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ نِصْفَ الْعَشْرِ

‘যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝরনার পানি দ্বারা সিঁকিত অথবা এমন ভূমি, যা স্বাভাবিকভাবে তলদেশ থেকে আপনা-আপনিই সিঁক্ত হয়, তাতে উশর (১০%) দেওয়া ওয়াজিব। আর যে ভূমি পশু অথবা বড়ো বালতি বা কোনোরূপ সেচযন্ত্রের দ্বারা সিঁকিত হয়, তাতে উশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।’

ওপরের আয়াত ও হাদিসগুলোর বিধান আম বা ব্যাপক, যা কিছু ভূমিতে উৎপাদন করা হয় তা হতে উশর আদায় করার নির্দেশ করা হয়েছে। তাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পচনশীল ফসল ও সংরক্ষণযোগ্য শস্যের বিধানে কোনোরূপ পার্থক্য না করে ভূমিতে উৎপন্ন সব ধরনের ফল-ফসলে উশর ফরজ হবে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে তৃণলতা, ঘাস, ঝোপঝাড়, বাঁশ ও আগাছাজাতীয় উদ্ভিদে উশর ফরজ নয়। কারণ, মানুষ এগুলো উৎপাদন করে না; বরং উৎপাদনের লক্ষ্যে এসব আগাছা পরিষ্কার করে ভূমি প্রস্তুত করা হয়।

^{১১} আল-বাকারা ২৬৭।

^{১২} আল-আনআম ১৪১।

ঙ. ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বাসরার গভর্নর থাকাকালীন প্রতি ‘দশ’ দাসতাজা সবজি হতে ‘এক’ দাসতাজা উশর হিসেবে আদায় করতেন।^{১৩}

চ. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পক্ষে যুক্তিনির্ভর (আকলি) দলিল উপস্থাপন করতে গিয়ে ফকিহগণ বলেন—শরিয়ার যেকোনো বিধানের পশ্চাতে একটি কার্যকারণ বা সবব থাকে। উশর ফরজ হওয়ার কার্যকারণ হলো, আল-আরদ আন-নামিয়া বা বর্ধনশীল ভূমি। ভূমির বর্ধনশীলতা ধান ও গমের মতো সংরক্ষণযোগ্য ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে যেমন প্রমাণিত হতে পারে, তেমনিভাবে শাকসবজি ও তরিতরকারির মতো পচনশীল ফসলের মাধ্যমেও প্রমাণিত হতে পারে। কোনো কোনো মৌসুমে বা কোনো কোনো জমিতে কেবল পচনশীল ফসল উৎপন্ন হতে পারে। এমতাবস্থায় পচনশীল ফসলকে উশরের বিধান হতে বাদ দেওয়া হলে কার্যকারণ বা সবব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিধান রহিত করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যা বৈধ নয়। তাই পচনশীল হোক বা সংরক্ষণযোগ্য হোক; সব ধরনের ফসলে উশর ফরজ।

দ্বিতীয় অভিমত : কেবল সংরক্ষণযোগ্য ফসলে উশর ফরজ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দুই ঘনিষ্ঠ শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন—যেসব ফসল বড়ো ধরনের প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই কমপক্ষে এক বছর সংরক্ষণ করা যায়; কেবল সেগুলোতেই উশর ফরজ। যেমন : ধান, গম, যব, ভুট্টা, আখরোট, বাদাম, পেস্তা, হিজল ফল, পেঁয়াজ, মটরগুঁটি, কলাইজাতীয় শস্যদানা ইত্যাদি।

উশর ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদের দৃষ্টিতে সংরক্ষণযোগ্যতার শর্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে—আঙুর যদি এমন পাতলা হয় যে, তা শুকিয়ে কিশমিশ বানানো অসম্ভব, তাহলে তাতে উশর নেই।

প্রক্রিয়াকরণ ব্যতীত সংরক্ষণযোগ্য না হওয়ায় তাঁদের দৃষ্টিতে ফলমূলে জাকাত নেই। অতএব, নাশপাতি, পীচফল, খোবানি, আপেল, কমলা, আঙুর, আম, কলা, লিচু, পেঁপে, খরবুজা, তরমুজসহ অন্যান্য দ্রুত পচনশীল ফলমূলে উশর ফরজ নয়।

তেমনিভাবে কাঁচা শাকসবজি ও তরিতরকারিতে উশর নেই। অতএব, বেগুন, ট্যাডুশ, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, চিচিঙ্গা, শসাসহ সব ধরনের সবজি এবং লালশাক, কলমিশাক, ডাটাশাকসহ সকল প্রকারের শাক উশরের আওতামুক্ত। বরই, যবক্ষার এবং হরিতকিসহ সকল প্রকারের ঔষধি ফলনে উশর নেই।

এটি ইবন আবু লায়লা ও ইমাম শাফিঈর অভিমত।

কিছু ফসল ও শস্যের ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ হতে একাধিক মত পাওয়া যায়। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, মেহেদি পাতায় উশর ওয়াজিব। কারণ, এটি সাধারণভাবে উপকারী গুল্ম। ইমাম মুহাম্মাদের মতে, এতে উশর নেই। কারণ, এটি রায়হানের অন্তর্ভুক্ত। পেঁয়াজ ও রসুনের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ হতে দুটি অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে—১. এ দুটি তরকারি হিসেবে গণ্য হওয়ায় উশরযোগ্য নয়, ২. পেঁয়াজ ও রসুনের উশর দিতে হবে। কারণ, এগুলো ওজনে কেনাবেচা করা হয়। তা ছাড়া মানুষের হাতে প্রায় এক বছর সংরক্ষিত থাকে।^{১৪}

দলিল : ভূমিতে উৎপন্ন ফসলকে জাকাতযোগ্য ও জাকাতমুক্ত; এ দুভাগে বিভক্ত করে সংরক্ষণশীল ফসলে উশরের বিধান আরোপ ও পচনশীল ফলমূল ও তরিতরকারি উশরের আওতামুক্ত রাখার ক্ষেত্রে একটি হাদিসকেই দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সেটি হলো—

ليس في الخضروات صدقة
'শাকসবজিতে সাদাকা নেই।'

এ হাদিসের কেবল শাকসবজির উল্লেখ রয়েছে। এখানে ফলমূলে জাকাতের বিধান আরোপিত না হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ নেই। তবে ইমামদ্বয় পচনশীলতা ও সংরক্ষণ অযোগ্য হওয়াকে এ বিধানের কার্যকারণ নির্ধারণ করেছেন। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে পচনশীলতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে শাকসবজির বিধান তরিতরকারি ও ফলমূলে সম্প্রসারিত করতে কোনো অসুবিধা নেই। মোদাকথা, পচনশীল কৃষিজ উৎপাদন; তা শাকসবজি হোক বা তরিতরকারি কিংবা ফলমূল—তাতে উশর নেই।

যুক্তিনির্ভর দলিল : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের পক্ষে যুক্তিনির্ভর দলিল হিসেবে বলা হয়, যা সহজলভ্য এবং ধনী ও গরিব সকলের নাগালে, তাতে 'আল্লাহর হক' সম্পৃক্ত হয় না। তাই শিকার, লাকড়ি, তৃণলতা, ঘাস ইত্যাদিতে জাকাত নেই। যে সম্পদ সহজলভ্য নয় এবং যা কেবল ধনীরাই অর্জন করতে পারে, তাতেই আল্লাহর হক সম্পৃক্ত হয় এবং তা হতে জাকাত আদায় করা ফরজ। উদাহরণস্বরূপ ব্যবসায়িক সম্পদের জাকাতের কথা বলা যায়। সংরক্ষণযোগ্য ফসলও সকলের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না; ধনীরাই কেবল তা সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। তাই এতে জাকাত ফরজ হবে। পক্ষান্তরে শাকসবজি ও তরিতরকারি সহজলভ্য ও নগণ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত, যা ধনী-গরিব সকলের নাগালে থাকে। অতএব, এগুলোতে জাকাত ফরজ হবে না।

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার

উভয় পক্ষের দলিলের নিরাসক্ত পর্যালোচনায় মনে হয়, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলিল শক্তিশালী।

^{১৪} আল-মারগিনানি, ২ : ২০৯; আল-আইনি, ৩ : ৪১৭-৪১৯; আস-সারাখসি, ৩ : ২-৩।

‘শাকসবজিতে সাদাকা নেই’ মর্মে যে হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়নি। এ হাদিসটি জামে আত-তিরমিজি ও সুনানে দারাকুতনিসহ কয়েকটি সংকলনে উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিটি সনদে মুসা ইবন তালহা নামে এক বর্ণনাকারী আছেন, যিনি মুআজ ইবন জাবাল (রা.) হতে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারীদের জীবনী-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, মুআজ ইবন জাবাল (রা.)-এর সাথে মুসা ইবন তালহার সাক্ষাৎ হয়নি। অতএব, হাদিসটির সনদ অবিচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ এটি মুরসাল হাদিস। তাই ইমাম তিরমিজি বলেছেন, এ অধ্যায়ে কোনো সহিহ হাদিস নেই।^{১৫}

অবশ্য হানাফি ফকিহ কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম বলেন, মুরসাল হাদিসও দলিল হতে পারে। তবে আম বা ব্যাপক অর্থবোধক দলিলকে খাস বা বিশেষ দলিলের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার মূলনীতির আলোকে আলোচ্য মাসয়ালায় এ হাদিসটি দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়নি।^{১৬} তা ছাড়া হাদিসটির ভিন্ন ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। যেমন, এটা বলা যায়, ‘শাকসবজিতে সাদাকা নেই’ বলতে বোঝানো হয়েছে জাকাত-সংগ্রহকারীকে শাকসবজির সাদাকা প্রদানের প্রয়োজন নেই; বরং কৃষক নিজ উদ্যোগে শাকসবজির জাকাত গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দেবে। এ ব্যবস্থা যৌক্তিকও বটে। কারণ, সংগ্রাহকরা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে জাকাত সংগ্রহের জন্য কৃষকদের কাছে যায়। ততদিন শাকসবজি, তরিতরকারি ও ফলমূল সংরক্ষণ করা যায় না। তাই বলা হয়েছে, শাকসবজি হতে এমন কোনো জাকাত আদায় করার নেই, যা সংগ্রাহককে প্রদান করতে হয়। উপরিউক্ত মুরসাল হাদিসের আরেকটি ভাষ্য আমাদের এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে। দারাকুতনিসে বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) শাকসবজি হতে সাদাকা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা গেল, এ নিষেধাজ্ঞা জাকাত সংগ্রাহকদের সাথে সম্পর্কিত। তাই এ হাদিস দ্বারা কৃষিজ উৎপাদনের ওপর জাকাত আরোপের মূল বিধান সংকুচিত করা যায় না। বরং এটা বলা যায়, পচনশীল হওয়ায় শাকসবজি ও তরিতরকারির জাকাত উৎপাদনকারী নিজ উদ্যোগে গরিবদের মাঝে বিলি বণ্টন করে দেবে। কালেক্টররা কৃষকের কাছ থেকে এ প্রকারের সাদাকা সংগ্রহ করবে না।^{১৭}

শাকসবজির ওপর জাকাত ফরজ হওয়ার বিষয়ে বিশিষ্ট হানাফি ফকিহ আল-কাসানি আরেকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন—আল্লাহ তায়ালা কুরআনের সূরাতুল আনআমের ১৪১-সংখ্যক আয়াতে ফসল আহরণের দিন তার হক আদায় করতে বলেছেন। শাকসবজি ও তরিতরকারির জাকাত ফল আহরণের দিন আদায় করা যায়। ধান, গম বা যবের মতো সংরক্ষণযোগ্য ফসলের জাকাত ফসল কাটার দিন আদায় করা যায় না। কারণ, শস্য মাড়াই ও পরিষ্করণে কয়েকদিন সময়ের প্রয়োজন হয়। অতএব, শাকসবজির জাকাত আদায়ের মাধ্যমেই সূরাতুল আনআমের ১৪১-সংখ্যক আয়াতের সরাসরি ও তাৎক্ষণিক আমল করা সম্ভব।

^{১৫} জামে আত-তিরমিজি, আবওয়াবুজ জাকাত, অনুচ্ছেদ : শাকসবজির জাকাত, হাদিস : ৫৯২; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির, ২ : ২৪৯; আল-আইনি, ৩ : ৪২২-২৩।

^{১৬} ইবনুল হুমাম, ২ : ২৫০।

^{১৭} আল-মারগিনানি, ২ : ২০৯; আল-আইনি, ৩ : ৪২৪; ইবনুল হুমাম, ২ : ২৫০-৫১।

সূরাতুল বাকারার ২৬৭-সংখ্যক আয়াতের ব্যাপারেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। এতে বলা হয়েছে—‘আমরা তোমাদের জন্য ভূমি হতে যা উৎপন্ন করি তা হতে ব্যয় করো।’ এ আয়াতের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে হলে সর্বাত্মে শাকসবজির উশর আদায় করতে হয়। কারণ, শাকসবজিই ভূমি হতে উৎপন্ন হওয়ার পর সরাসরি আদায় করা যায়। দানাদার ফসলের ক্ষেত্রে ভূমি থেকে গাছ উৎপন্ন হয়, শস্যদানা নয়। তাই সংরক্ষণযোগ্য ফসলের উশর আদায়ের মাধ্যমে ভূমি হতে যা উৎপন্ন হয়, তা আদায় করা হয় না। শস্যদানাকে ভূমির দ্বিতীয়ক উৎপাদন বলে গণ্য করা যায়। তাই আমরা বলতে পারি, সূরাতুল বাকারার ২৬৭-সংখ্যক আয়াতের ওপর সরাসরি আমল করার জন্য শাকসবজির জাকাত প্রদানের বিকল্প নেই।^{১৮}

ওপরের পর্যালোচনা হতে বোঝা যায়, শাকসবজি ও ফল-ফলাদির ওপর জাকাতের বিধান আরোপিত না হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী কোনো দলিল নেই। তাই আমরা বলতে পারি, এ মাসয়ালায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের তুলনায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমত অধিকতর শক্তিশালী। অতএব, ধান, গম, যব ইত্যাদির মতো সংরক্ষণযোগ্য ফসলের পাশাপাশি শাকসবজি ও ফল-ফলাদির জাকাতও আদায় করা উচিত। বিধিবদ্ধ জাকাতের মতো হিসাব করে ১০% বা ৫% আদায় করা সম্ভব না হলেও শাকসবজি ও ফলমূল হতে কিছু না কিছু সাদাকা করা উচিত; যেন আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে মানুষ যা উপার্জন করে তার কোনো অংশ সাদাকার আওতার বাইরে না থাকে। মালিকি মাজহাবের বিখ্যাত ফকিহ আবু বকর ইবনুল আরাবি এ মাসয়ালায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন; যদিও এটি তাঁর মাজহাবের মতামতের বিপরীত। তাঁর বক্তব্যটি উল্লেখের মাধ্যমে এ আলোচনা সমাপ্ত করছি—

وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلاً وأحوطها للمساكين وأولاهها قِيَاماً

شكر النعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث^{১৯}

‘এ মাসয়ালায় আবু হানিফার মাজহাব দলিলের বিচারে অধিক শক্তিশালী, দরিদ্রদের জন্য অধিক সতর্কতা অবলম্বনকারী, নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে অধিকতর কার্যকর এবং আয়াত ও হাদিসের ব্যাপকতাও তা নির্দেশ করে।’

উশরের নিসাব

আমরা জানি, ন্যূনতম যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে জাকাত ফরজ হয় তাকে জাকাতের নিসাব বলে। তাহলে ন্যূনতম যে পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হলে উশর প্রদান করা ফরজ হয়, তাকে উশরের নিসাব বলে। প্রশ্ন হলো—উশরের কোনো নিসাব আছে কি? অন্য ভাষায় বলা যায়, ফসলের এমন কোনো পরিমাণ নির্ধারিত আছে কি, যে পরিমাণ উৎপাদিত হলে উশর আদায়

^{১৮} আল-কাসানি, *বাদাই আস-সানাই* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ২০০৩). ২ : ৪৯৩

^{১৯} আল-আইনি, ৩ : ৪২০।

করতে হয় এবং এরচেয়ে কম উৎপাদিত হলে উশর আদায় করতে হয় না? এ মাসয়ালাও দুটি অভিমত পাওয়া যায়।

প্রথম অভিমত : উশরের কোনো নিসাব নেই

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, উশরের কোনো নিসাব নেই। অর্থাৎ কম হোক বা বেশি হোক; ভূমিতে যা-ই উৎপাদিত হবে, তার উশর দিতে হবে।

দলিল : তাঁর অভিমতের পক্ষে কুরআনের আয়াত, হাদিস ও যুক্তিনির্ভর দলিল উপস্থাপন করা হয়।

ক. আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

‘ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের উপার্জিত ভালো জিনিস থেকে, এবং আমি যা কিছু তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় করো।’

এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য ভূমি হতে যা কিছু উৎপাদন করেন তা হতে উশর আদায় করতে হবে। আয়াতটির বাকরীতি ‘যা কিছু’ ব্যাপক অর্থবোধক, যাতে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। অতএব, ভূমিতে যা কিছু, যে পরিমাণেই উৎপাদিত হোক না কেন; তা হতে উশর আদায় করতে হবে। উৎপাদনের স্বল্পতা বা আধিক্য উশর ফরজ হওয়ায় কোনো প্রভাব ফেলবে না।

খ. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِي مَا سَقَى بِالسَّوَانِي أَوْ النُّضْحِ
نِصْفَ الْعُشْرِ

‘যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝরনার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা এমন ভূমি, যা স্বাভাবিকভাবে তলদেশ থেকে আপনা আপনিই সিক্ত হয়, তাতে উশর (১০%) দেওয়া ওয়াজিব। আর যে ভূমি পশু অথবা বড়ো বালতি বা কোনোরূপ সেচযন্ত্রের দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাতে উশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।’

এ হাদিসটিও ব্যাপক অর্থবোধক। বলা হয়েছে, বৃষ্টি বা ঝরনার পানি দ্বারা ভূমিতে যা কিছু উৎপাদিত হয়, তা হতে ১০% এবং সেচব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন হলে ৫% উশর দিতে হবে। উৎপাদনের পরিমাণের সাথে উশরের বিধানকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। এতে বোঝা যায়, উশর

ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নিসাব নেই। জমিতে কমবেশি যা-ই উৎপাদিত হোক না কেন, তা হতে উশর আদায় করতে হবে।

যুক্তিনির্ভর দলিল : ফকিহগণ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমতের সমর্থনে কিছু যুক্তিনির্ভর দলিল উপস্থাপন করেছেন। যেমন—

ক. ফসল ব্যতীত অন্যান্য সম্পদের জাকাতের ক্ষেত্রে মালিকের সচ্ছলতা বিবেচনায় নেওয়া হয়। তাই নিসাবের বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে গরিবকে জাকাত হতে অব্যাহতি দেওয়া যায়। কিন্তু উশর ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমির মালিকানা বিবেচিত হয় না। তাইতো মসজিদ ও সীমান্ত প্রহরার জন্য ওয়াকফকৃত ভূমির উৎপাদনে উশর ফরজ হয়। তা ছাড়া মুক্তাভের জন্য মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ দাস, শিশু ও পাগলের মালিকানাধীন জমির উৎপাদনেও উশর ফরজ হয় অথচ এদের অপরাপর সম্পদে জাকাত নেই।^{২১} এতে বোঝা যায়, উশর ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমির মালিক কে, তা বিবেচিত হয় না। তেমনিভাবে তার সচ্ছলতা বা ধনাঢ্যতাও বিবেচনার সুযোগ নেই। অতএব, উৎপাদন কমবেশি যা-ই হোক, তার ওপর উশর ফরজ হবে। নিসাব বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ নেই।

খ. জাকাতের ক্ষেত্রে মূল সম্পদ বিবেচনায় নেওয়া হয়, যেমন, কারও কাছে ১০ ভরি স্বর্ণ থাকলে তাকে সম্পূর্ণ স্বর্ণের জাকাত দিতে হবে। এমন নয় যে, মূল নিসাব পরিমাণ তথা সাড়ে সাত ভরি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট আড়াই ভরি স্বর্ণের জাকাত দেওয়া যাবে। অর্থাৎ জাকাতের ক্ষেত্রে মূল সম্পদ ও অতিরিক্ত সম্পদ দুটোই বিবেচনায় নেওয়া হয়। কিন্তু উশরের ক্ষেত্রে মূল সম্পদ বিবেচনায় নেওয়া হয় না।^{২২} অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল সম্পদ হলো জমি, কিন্তু জমি বা সেটির মূল্যের জাকাত আদায় করতে হয় না। তাই উশর নির্ধারণের সময় নিসাব বিবেচনায় নিলে মূল সম্পদ বাদ দেওয়ার পাশাপাশি বর্ধিত সম্পদও বাদ দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অতএব, উশর নির্ধারণে নিসাব বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ নেই।

গ. যেকোনো সম্পদে জাকাত ফরজ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো—সম্পদের বর্ধনশীলতা। কম হোক বা বেশি হোক; জমির উৎপাদনমাত্রই বর্ধনশীলতা প্রমাণ করে।^{২৩} তাই কম হোক বা বেশি হোক; সকল কৃষিজ উৎপাদনের উশর আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয় অভিমত : উশরের নিসাব পাঁচ ওয়াসাক

ইমাম আবু হানিফার দুই ঘনিষ্ঠ সহচর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শায়বানির মতে, উশরের নিসাব পাঁচ ওয়াসাক। অর্থাৎ জমির উৎপাদন পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে উশর ফরজ হবে না। ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমাদও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন।

দলিল : ক. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

^{২১} আল-মারগিনানি, ২ : ২১০।

^{২২} আস-সারাখসি, ৩ : ২।

^{২৩} আল-মারগিনানি, ২ : ২১০; আস-সারাখসি, ৩ : ৩।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسِ ذُودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ^{২৪}

আবু সাইদ খুদরি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—‘পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে সাদাকা নেই, পাঁচ আওকিয়ার কম রুপায় সাদাকা নেই এবং পাঁচটির কম উটে সাদাকা নেই।’

খ. সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে—

لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خُمْسَةَ أَوْسُقٍ

‘পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত শস্যদানা বা খেজুরে সাদাকা নেই।’^{২৫}

যুক্তিনির্ভর দলিল

ক. আল্লাহ তায়ালা কেবল ধনীদের ওপর জাকাত ফরজ করেছেন। তাই জাকাতযোগ্য সম্পদ পরিমাপনের জন্য নিসাব নির্ধারণ করেছেন, যাতে কেবল ধনীর কাছ থেকেই জাকাত আদায় করা হয়। উৎপন্ন ফসলের জাকাতকে উশর বলা হয়। অতএব, উশর আরোপের ক্ষেত্রেও নিসাব প্রযোজ্য হওয়াই সংগত।

খ. নিসাব নির্ধারণ না করা হলে অল্প পরিমাণ ফসলের মালিক তথা গরিবও উশরের আওতায় চলে আসতে পারে। এভাবে গরিব আরও গরিব হয়ে যেতে পারে; অথচ জাকাত ও উশরের বিধান প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য দূর করা, মানুষকে দরিদ্রের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া নয়।

গ. সাহেবাইনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে ইমাম শামসুদ্দিন আস-সারাখসি বলেন, উশর প্রদান করা একটি আর্থিক কর্তব্য, যা আল্লাহর বিধানের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, জাকাতের ন্যায় উশরেও নিসাব বিবেচিত হবে। কারণ, স্বল্প পরিমাণ উৎপাদন প্রথাগতভাবে গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত এবং মানবীয় ও শরিয়ি বিবেচনায় মার্জনার যোগ্য।^{২৬}

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার

আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় উশরের নিসাবের ক্ষেত্রে সাহেবাইনসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহগণের অভিমত অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। ইতঃপূর্বে জাকাতযোগ্য ফসলের বিষয়ে আমরা ইমাম আবু হানিফ (রহ.)-এর অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছিলাম, সকল প্রকার কৃষিজ উৎপাদন হতে

^{২৪} সহিহুল বুখারি, কিতাবুজ জাকাত, অনুচ্ছেদ : পাঁচটির কম উটে সাদাকা নেই।

^{২৫} সহিহ মুসলিম : ৯৭৯।

^{২৬} আল-মারগিনানি, ২ : ২১০; আস-সারাখসি, ৩ : ৩।

উশর আদায় করতে হবে। কারণ, ফসলকে জাকাতযোগ্য ও জাকাতমুক্ত—এমন দুই ভাগে ভাগ করার মতো কোনো সহিহ হাদিস পাওয়া যায়নি। কিন্তু উশরের নিসাবের ব্যাপারে সহিহুল বুখারি ও সহিহ মুসলিমসহ অনেক গ্রন্থে বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই উশর ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে নিসাব বিবেচনায় নেওয়া উচিত। তা ছাড়া নিসাব বিবেচনায় না নিলে ক্ষুদ্র চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

আধুনিক যুগে কৃষিজ উৎপাদনে সার ও কীটনাশকসহ অনেক অনুষঙ্গ যুক্ত হওয়ায় উৎপাদন খরচ বহুগুণে বেড়ে গেছে। এমতাবস্থায় নিসাব বিবেচনায় না নিলে উশর আদায়ের বিষয়টি ক্ষুদ্র চাষিদের ওপর বোঝা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা শরিয়াহ কখনো কামনা করে না। আধুনিক যুগের অনেক হানাফি আলিমও উশরের ক্ষেত্রে নিসাব বিবেচনায় নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন। তাই আমরা মনে করি, কৃষিজ উৎপাদন কমপক্ষে পাঁচ ওয়াসাক হলেই কেবল উশর আদায় করা ফরজ হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—আধুনিক যুগের হিসাবে পাঁচ ওয়াসাকের পরিমাণ কত?

পাঁচ ওয়াসাকের আধুনিক পরিমাণ

সেকালে আরবে পরিমাপের সবচেয়ে বড়ো একক ছিল ওয়াসাক। হাদিসে ওয়াসাকের পরিমাপ সম্পর্কেও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ‘পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে উশর নেই,’ এ মর্মে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখের পর ইমাম আবু দাউদ যোগ করেন—‘ওয়াসাক হলো ষাট মাখতুম।’ মাখতুম শব্দের অর্থ সিলমোহরকৃত। ইবন মাজার বর্ণনা হতে বোঝা যায়, এখানে মাখতুম বা সিলমোহরকৃত বলতে সা’ বোঝানো হয়েছে।^{২৭} আবু উবায়দ এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন—মাখতুম মানে সা’। সা’কে মাখতুম বলার কারণ হলো—সেকালে সা’-জাতীয় ‘কাঠা’য় খাদ্যদ্রব্য রাখার পর তার মুখ সিলগালা করে দেওয়া হতো, যেন তাতে কমানো বা বাড়ানো না যায়।^{২৮}

তাহলে বোঝা গেল, সেকালে আরবে প্রচলিত পরিমাপের সর্বোচ্চ একক ছিল ওয়াসাক। আবার এক ওয়াসাক ৬০ সা’-এর সমপরিমাণ। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই।

কিন্তু সা’-এর আকার কেমন, তাতে কী পরিমাণ দ্রব্য সংকুলান হতো, এসব প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। মতভেদের কারণ হলো, আরবের একেক অঞ্চলে একেক পরিমাপের সা’ প্রচলিত থাকা। বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনার দাবি রাখে। বিভিন্ন মাজহাবের আলিমগণ এ ব্যাপারে মোটামুটি একমত যে, চার মুদে এক সা’ হয়। দুই হাত একত্রে কোষ করলে তাতে যে পরিমাণ দ্রব্য ধরে তাকে এক মুদ বলে। একেক এলাকার মানুষের হাতের কোষের পরিমাণ একেক রকম। আর তাতেই মুদের পরিমাপে ভিন্নতা এসেছে। ফলে সা’-এর পরিমাপেও সৃষ্টি হয়েছে ভিন্নতা।

^{২৭} ইবনুল হুমাম, ২ : ২৪৮।

^{২৮} আল-ইদাহাত আল-আসরিয়াহ লিল মাকাইস ওয়াল মাকাইল ওয়ান নুকুদ আশ-শারইয়্যাহ, (সান’আ : মাকতাবাহ আল জিল আল-জাদিদ ২০০৭) ৮৮।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে দুই ইরাকি রতলে এক মুদ হয়। তাহলে এক সা' বা চার মুদ হলো আট রতলের সমপরিমাণ। কিন্তু ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ ইবন হাম্বলের মতে, এক মুদ হয় $1\frac{1}{3}$ রতলে (এক রতল ও এক রতলের এক তৃতীয়াংশ)। অর্থাৎ এক সা' বা চার মুদের পরিমাণ হলো ৫.৩৩৩ রতল।

এবার আমরা রতল হতে ওয়াসাকের পরিমাণ নির্ধারণ করব।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে পাঁচ ওয়াসাকের পরিমাণ : আমরা সর্বনিম্ন পরিমাপ হতে সর্বোচ্চ পরিমাপ বের করব। আধুনিক গবেষকদের মতে এক রতল ৪০৮ গ্রামের সমপরিমাণ। তাহলে এক সা' (অর্থাৎ চার মুদ বা আট রতলের) আধুনিক পরিমাণ হলো $৪০৮ \times ৮ = ৩২৬৪$ গ্রাম। আবার এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা'। তাহলে এক ওয়াসাকের আধুনিক পরিমাণ হলো : $৩২৬৪ \text{ গ্রাম} \times ৬০ = ১,৯৫,৮৪০ \text{ গ্রাম}$ । অতএব, পাঁচ ওয়াসাক $= ১,৯৫,৮৪০ \text{ গ্রাম} \times ৫ = ৯,৭৯,২০০ \text{ গ্রাম}$ । এবার গ্রামকে কিলোগ্রামে রূপান্তর করে পাই ৯৭৯.২ কিলোগ্রাম। আমাদের দেশীয় হিসাবে মণে রূপান্তর করে পাই $৯৭৯.২ \text{ কিলোগ্রাম} \div ৪০ = ২৪.৪৮ \text{ মণ}$ বা প্রায় ২৫ মণ।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দৃষ্টিতে ফল-ফসলের জাকাত নির্ধারণে কোনো নিসাব নেই। তাই কোনো ব্যক্তির কৃষিজ উৎপাদন পাঁচ ওয়াসাক বা ২৫ মণের কম হলেও তাঁর ওপর উশর ওয়াজিব হবে। হানাফি মাজহাবের অপর দুই ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের দৃষ্টিতে উশর ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে নিসাব প্রযোজ্য। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে পাঁচ ওয়াসাকের কম উৎপাদন হলে উশর ওয়াজিব হবে না। ওয়াসাকের পরিমাণ নির্ধারণে ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর শিক্ষক ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অতএব, ইমাম মুহাম্মাদের মতে পাঁচ ওয়াসাক বা আধুনিক পরিমাপে প্রায় ২৫ মণ ফসল উৎপাদন হলে উশর ফরজ হবে, এরচেয়ে কম হলে নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ওয়াসাকের পরিমাপ নির্ধারণে প্রথম দিকে তাঁর ইমামের অনুসরণ করলেও পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণের মত গ্রহণ করেন, যা আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি।

ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ ইবন হাম্বলের দৃষ্টিতে পাঁচ ওয়াসাক : সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণের অভিমত বর্ণনায়ও আমরা সর্বনিম্ন পরিমাণ হতে সর্বোচ্চ পরিমাণ জানার চেষ্টা করব। আগেই উল্লেখ করেছি, ওয়াসাকের পরিমাপ নির্ণয়ে ইমামগণের মতভেদের কারণ ছিল মুদের পরিমাণ নির্ধারণে মতভিন্নতা। ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ ইবন হাম্বলের মতে, এক মুদ সমান এক রতল ও এক রতলের এক তৃতীয়াংশ। অতএব, এক সা' বা চার মুদ হলো : $(৪ \times ১.৩৩৩) ৫.৩৩৩$ রতল। এবার রতলের আধুনিক পরিমাপ বসিয়ে আমরা ওয়াসাকের পরিমাপ বের করব। এক সা' সমান ৪০৮ গ্রাম $\times ৫.৩৩৩ = ২১৭৬$ গ্রাম। তাহলে এক ওয়াসাক সমান ২১৭৬ গ্রাম $\times ৬০$ বা ১,৩০,৫৬০ গ্রাম। আবার পাঁচ ওয়াসাক সমান $১,৩০,৫৬০ \text{ গ্রাম} \times ৫ = ৬,৫২,৮০০$ গ্রাম। এবার গ্রামকে কিলোগ্রামে রূপান্তর করে পাই $৬,৫২,৮০০ \text{ গ্রাম} / ১০০০$ বা ৬৫২.৮ কেজি। অর্থাৎ আমাদের দেশীয় পরিমাপে $(৬৫২.৮ \div ৪০) ১৬.৩২$ মণ বা প্রায় ১৭ মণ।

অর্থাৎ ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ ইবন হাম্বলের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তির কৃষিজ উৎপাদন কমপক্ষে ১৭ মণ হলে তার ওপর উশর আদায় করা ফরজ হবে। হানাফি মাজহাবের ইমাম কাজি আবু ইউসুফ ওয়াসাকের পরিমাপ নির্ধারণে প্রথমে ইমাম আবু হানিফার অভিমত (পাঁচ ওয়াসাক = ২৫ মণ) অনুসরণ করতেন। কিন্তু আবু ইউসুফ প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর একবার মদিনা সফরে গিয়ে তাঁর অভিমত পরিবর্তন করেন। ওই সফরে খলিফা হারুনুর রশিদ তাঁর সাথে ছিলেন। মদিনাবাসীগণ তাঁদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে ওয়ারিসিসূত্রে প্রাপ্ত সা' ইমাম আবু ইউসুফকে দেখান। পরিমাপ করে তিনি বুঝতে পারেন, এক সা' ৫.৩৩৩ রতলের সমপরিমাণ (৮ রতলের সমপরিমাণ নয়)। এভাবে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জনের পর ইমাম আবু ইউসুফ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের অভিমতে প্রত্যাবর্তন করেন।^{২৯}

ওপরের বিস্তারিত বিবরণের পর উশরের নিসাবের ব্যাপারে ইমামগণের অভিমতের সারমর্ম আমরা নিম্নরূপে প্রকাশ করতে পারি—

- ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, উশরের কোনো নিসাব নেই। জমিতে কম বা বেশি যা কিছুই উৎপাদিত হবে, তার উশর দিতে হবে।
- ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ ইবন হাম্বলের মতে, কৃষিজ উৎপাদন কমপক্ষে পাঁচ ওয়াসাক হলে উশর আদায় করতে হবে, এরচেয়ে কম হলে নয়। পাঁচ ওয়াসাকের পরিমাপ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্যকে আধুনিক পরিমাপে রূপান্তর করলে ১৭ মণ হয়। তার মানে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মতে, কৃষিজ উৎপাদন ১৭ মণ হলেই উশর ফরজ হবে। হানাফি মাজহাবের ইমাম আবু ইউসুফ অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন।
- হানাফি মাজহাবের ইমাম মুহাম্মাদও বলেন—পাঁচ ওয়াসাকের কম উৎপাদনে উশর নেই। তবে পাঁচ ওয়াসাকের পরিমাপ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে আধুনিক পরিমাপে রূপান্তর করলে প্রায় ২৫ মণ হয়। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদের মতে, উশরের নিসাব হলো ২৫ মণ।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এ মাসয়ালায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহগণের অভিমত অগ্রাধিকারযোগ্য। তাই আমরা বলতে পারি, কোনো ব্যক্তির কৃষিজ উৎপাদন ১৭ মণ (বা ২৫ মণ) হলে তাকে উশর আদায় করতে হবে। উৎপাদনের পরিমাণ এরচেয়ে কম হলে উশর আদায় করতে হবে না।

যেসব ফসল ওয়াসাকে পরিমাপ করা হয় না

তৎকালীন আরবে কিছু ফসল ওয়াসাকের পরিমাপে ওজন করা হতো না। যেমন : জাফরান, তুলা ইত্যাদি। এসব ফসলের নিসাব নির্ধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামগণ মতভেদ করেছেন।

^{২৯} আলি জুমআ, আল-মাকাইল ওয়ালা মাওয়াজিন আল-শার'ঈয়াহ (আল-কাহিরা : আল-কুদস লিল ইলান ২০০১); মুহাম্মাদ নাজমুদ্দিন কুর্দি, আল-মাকাদির আশ-শার'ঈয়াহ ওয়ালা আহকাম আল-ফিকহিয়াহ বিহা, ২০০৫; মুহাম্মাদ সুবহি ইবন হাসান আল-হাল্লাক, আল-ইদাহাত আল-আসরিয়াহ লিল মাকাইস ওয়ালা মাকাইল ওয়ান নুকুদ আশ-শার'ঈয়াহ। ইবন রুশ্দ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ (বৈরুত : দারুল মারিফাহ ১৯৮২), ১ : ২৬৫।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে, এক্ষেত্রে মূল্যের ভিত্তিতে নিসাব নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ ওয়াসাকের হিসাবে পরিমাপযোগ্য যে ফসলের মূল্য সবচেয়ে কম, সেটির পাঁচ ওয়াসাকের মূল্যকে নিসাব হিসেবে নির্ধারণ করা হবে। উদাহরণ দিতে গিয়ে আল-হিদায়াহপ্রণেতা বলেন—আমাদের যুগে ভুট্টার মূল্য সবচেয়ে কম। তাই পাঁচ ওয়াসাক ভুট্টার মূল্যকে নিসাব হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে।^{৩০} যে পরিমাণ জাফরানের মূল্য পাঁচ ওয়াসাক ভুট্টার মূল্যের সমান, সেটিই হবে জাফরানের নিসাব।

ইমাম মুহাম্মাদ ভিন্ন একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। তাঁর মতে, যে ফসল ওয়াসাকের মাপে পরিমাপ করা হয় না, সেটির পরিমাপের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যে এককের প্রচলন রয়েছে, তার পাঁচ এককই হবে ওই ফসলের নিসাব। কারণ, ওয়াসাকে পরিমাপযোগ্য ফসলের ক্ষেত্রে পরিমাপের সর্বোচ্চ একক হলো ওয়াসাক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তুলার নিসাব হবে পাঁচ হিমল (গাঁট)। কারণ, হিমলই হলো তুলা পরিমাপের সর্বোচ্চ একক, যার নিম্নতর পরিমাপ—একক হলো সিনজাব ও আসাতির। যেমন, ওয়াসাকের নিম্নতর পরিমাপ—একক হলো সা' ও মুদ। অপরদিকে জাফরানের নিসাব হবে পাঁচ মণ (এক মণ = প্রায় পাঁচ সের [পুরোনো যুগের প্রচলন])। কারণ, এটিই জাফরান পরিমাপের সর্বোচ্চ একক। জাফরান পরিমাপের নিম্নতর এককগুলো হলো সিনজাব ও আসাতির।^{৩১}

আধুনিক যুগে সবকিছুই কেজিতে পরিমাপ করা হয়। তাই কোনো কোনো আলিম মত প্রকাশ করেছেন, ওয়াসাকে পরিমাপযোগ্য ফসল ও ওয়াসাকে পরিমাপ করা যায় না—এমন ফসলের নিসাবের জন্য ভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা হয়, জাফরান ও তুলার ক্ষেত্রে কেজি বা মণের হিসেবে নিসাব নির্ধারণ করা যেতে পারে।^{৩২} আমরা মনে করি, এতে অতি সরলীকরণ করা হয়ে যায়। জাফরান যদিও কেজিতে বিক্রি হয়, অন্যান্য পণ্যের তুলনায় জাফরানের মূল্য অনেক বেশি। বর্তমানে প্রতি কেজি জাফরানের মূল্য প্রায় ৪,১৫,০০০/= (চার লাখ পনেরো হাজার টাকা মাত্র)। সে হিসেবে ন্যূনতম নিসাব পরিমাণ তথা ১৭ মণ জাফরানের মূল্য হবে ২৮,২২,০০,০০০/= (আটাশ কোটি বাইশ লাখ টাকা মাত্র)। পক্ষান্তরে আমরা যদি ধানের নিসাবের সাথে তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব, ১৭ মণ ধানের মূল্য প্রায় ১০ হাজার টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দশ হাজার টাকার সমপরিমাণ ধান উৎপাদিত হলে উশর ফরজ হয়, অপরদিকে জাফরানের উশর ফরজ হওয়ার জন্য আটাশ কোটি টাকার চেয়ে বেশি মূল্যের জাফরান উৎপাদিত হতে হবে। এটা সত্য, সমান ওজনের ভিন্ন ভিন্ন ফসলের বাজারমূল্য সাধারণত সমান হয় না। তাই বলে দুই প্রকার কৃষিজ উৎপাদনের (ধান ও জাফরান) নিসাবের মূল্যে এত বিশাল ব্যবধান কোনোভাবে যৌক্তিক নয়, বোধগম্যও নয়। তাই ঢালাওভাবে কেজির হিসেবে সকল কৃষিজ উৎপাদনের নিসাব নির্ধারণ করলে কোনো কোনো

^{৩০} আল-মারগিনানি, ২ : ২১২।

^{৩১} প্রাপ্ত।

^{৩২} খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশে উশর বা ফসলের জাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ (বিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স ২০০৩), ৬৮।

ফসলে নিসাব পূরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। অতএব, আমরা মনে করি, জাফরানের মতো ওয়াসাকে পরিমাপ-অযোগ্য ফসলের নিসাব নির্ধারণে আলিমগণের আরও গবেষণা করা প্রয়োজন।

উশরসংক্রান্ত আরও কিছু মাসয়ালা

ফিকহের গ্রন্থগুলোতে উশরসংক্রান্ত আরও কিছু মাসয়ালা উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মাঝে বর্তমান যুগে প্রাসঙ্গিক হতে পারে এমন কিছু মাসয়ালা নিম্নে উল্লেখ করছি।

নিসাব পূর্ণ করার জন্য ভিন্ন জাতের ফসল একত্র করা

কোনো কৃষকের জমিতে ১৩ মণ ধান ও ১৫ মণ গম উৎপাদিত হলো। পৃথকভাবে কোনোটিই নিসাব পরিমাণ নয়। প্রশ্ন হলো—দুই প্রকারের ফসল একত্র করে নিসাব পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য করে উশর আদায় করতে হবে কি?

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, দুই বা ততোধিক ভিন্ন জাতের ফসল একত্র করে নিসাব পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক নয়, প্রত্যেক প্রকারের ফসল পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ হলেই উশর আদায় করতে হবে। ওপরের প্রশ্নে উল্লিখিত ধান ও গম ভিন্ন জাতের হওয়ায় এ দু-প্রকারের ফসল একত্র করে নিসাব পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই। আবার পৃথকভাবে কোনোটিই নিসাব পরিমাণ উৎপাদিত না হওয়ায় একটিরও উশর আদায় করতে হবে না। চতুষ্পদ জন্তুর জাকাতের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রচলিত রয়েছে। কারও মালিকানায় কিছু ছাগল ও গরু আছে, কিন্তু কোনোটির সংখ্যা পৃথকভাবে নিসাব পূরণ করে না, তাহলে তাকে জাকাত দিতে হবে না।^{৩৩}

তবে একই জাতের ভিন্ন প্রজাতির ফসল একত্র করে নিসাবের হিসাব করতে হবে। যেমন, ১৩ মণ বাসমতি ধান ও ১৫ মণ কালোজিরা উৎপাদিত হলে দুই প্রজাতির ধান একত্র করে নিসাব পূর্ণ করা হবে।

প্রশ্ন হতে পারে—ফসলের জাত ও প্রজাতি কীভাবে আলাদা করা হবে? ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন—শস্যের বিনিময়ে শস্য লেনদেনের ক্ষেত্রে যে ধরনের শস্য কমবেশি করলে সুদ বলে গণ্য হয়, সেগুলো এক জাতের ফসল বলে গণ্য করতে হবে এবং নিসাব পূর্ণ করার জন্য এগুলো একত্র করা হবে। ওপরের উদাহরণটি আবার উল্লেখ করছি। ধানের দুটি প্রজাতি কালোজিরা ও বাসমতি লেনদেন করার সময় কমবেশি করলে সুদ বলে গণ্য হবে। অতএব, উশরের নিসাব নির্ধারণে এই দু-প্রজাতির ধান একত্র করা হবে। আবার কমবেশি করলে সুদ না হলে ভিন্ন জাতের ফসল বলে গণ্য হবে। যেমন : ধান ও গম লেনদেনের ক্ষেত্রে সমান ওজনের হওয়া শর্ত নয়, ক্রেতা-বিক্রেতা ইচ্ছানুযায়ী লেনদেন করতে পারে। তাই ধান ও গম ভিন্ন জাতের ফসল বলে গণ্য হবে এবং উশরের নিসাব নির্ধারণে এই দুই প্রকারের ফসল একত্র করা হবে না।

এ মাসয়ালায় ইমাম আবু ইউসুফ উৎপাদনের সময় বিবেচনায় নিয়েছেন। তাঁর মতে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের ফসলগুলো এক মৌসুমে উৎপাদিত হলে সেগুলোকে একত্র করে নিসাবের হিসাব করতে হবে। তাঁর মতে, ভূমির উপযোগ বা উপকারিতার বিবেচনায় উশর ফরজ করা হয়েছে। একই সময়ে যে ফসলগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোকে অভিন্ন উপকারিতা বলে বিবেচনা করা যায়। তাই সেগুলো একত্র করে নিসাবের হিসাব করা হবে। যেমন : এক মৌসুমে কোনো কৃষকের উৎপাদিত ধানের পরিমাণ ১৫ মণ। একই মৌসুমে তিনি ১৫ মণ গমও উৎপাদন করেছেন। পৃথকভাবে ধান ও গমের কোনোটিই নিসাব পরিমাণ উৎপাদিত হয়নি। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফের মতে, একই মৌসুমে উৎপাদিত হওয়ায় ধান ও গম যোগ করে নিসাবের হিসাব করতে হবে। ১৫ মণ ধান ও ১৫ মণ গম একত্রে করলে ৩০ মণ হয়, যা নিসাব পূর্ণ করে। তাই উশর আদায় করতে হবে। এটিকে ব্যবসায়িক পণ্যের জাকাতের সাথে তুলনা করা যায়। কোনো ব্যবসায়ী যদি একাধিক পণ্যের ব্যবসা করে (যেমন, কাপড়ের ব্যবসা ও চালের ব্যবসা) তাহলে জাকাত নির্ধারণের সময় সকল পণ্যের মূল্য যোগ করে নিসাবের হিসাব করতে হবে।^{৩৪}

এটা স্পষ্ট, ওপরের মাসয়ালায় ইমাম মুহাম্মাদের মত অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। অন্য ইমামগণও তা সমর্থন করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের দুই বা ততধিক ফসলকে একত্র করে উশরের নিসাব নির্ধারণ করতে হবে না। তবে একই জাতের একাধিক প্রজাতির ফসল একত্র করে উশরের নিসাব পূর্ণ করতে হবে।

একই ব্যক্তির মালিকানাধীন বিচ্ছিন্ন জমির উৎপাদন

এক ব্যক্তির একাধিক জমি আছে। জমিগুলো একত্রে এক জায়গায় নেই; বরং নানা জায়গায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। প্রশ্ন হলো—উশরের নিসাব হিসাব করার সময় খণ্ড খণ্ড জমিগুলোর উৎপাদন কি যোগ করা হবে?

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, জমিগুলো একই জাকাত সংগ্রাহকের দায়িত্বাধীন হলে একত্রে নিসাবের হিসাব করতে হবে। সংগ্রাহক ভিন্ন হলে আলাদাভাবে হিসাব করতে হবে। কারণ, এক সংগ্রাহকের দায়িত্বাধীন এলাকায় অন্য সংগ্রাহকের কোনো কর্তৃত্ব নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, একই মালিকের জমি নানা জায়গায় থাকলেও সবগুলোর উৎপাদন একত্রে যোগ করে নিসাব ও প্রদেয় উশরের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। কারণ, মালিক তো একজন, উশর তো তারই ওপর ফরজ।

ইমাম শামসুদ্দিন আস-সারাখসি বলেন, ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্যকে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্কের নিরিখে বিবেচনায় নিতে হবে। অর্থাৎ, তাকওয়া ও নৈতিকতার বিবেচনায় ব্যক্তি তার সমস্ত জমির উৎপাদন একত্র করে উশরের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন এবং আদায় করে দেবেন। তবে সরকারি সংগ্রাহককে উশর প্রদানের প্রশ্নে ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতই যথার্থ।

বর্তমান যুগে সরকারিভাবে জাকাত সংগ্রহ করা হয় না। উশর সংগ্রহের জন্য কোনো কালেঙ্কর প্রেরণ করা হয় না। ব্যক্তি নিজেই জাকাতের হিসাব করে এবং নিজ উদ্যোগেই তা বিতরণ করে। তাই ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত অনুসরণের সুযোগ নেই; বরং ইমাম মুহাম্মাদের অভিমতের আলোকে ব্যক্তিকে তার সকল জমির উৎপাদন একত্র করে প্রদেয় উশরের পরিমাণ নির্ধারণ করতে এবং তা আদায় করতে হবে।^{৩৫}

যৌথ মালিকানাধীন জমির উৎপাদনের উশর

কোনো জমির একাধিক মালিক থাকলে কীভাবে উশর নির্ধারণ করা হবে?

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, যৌথ মালিকানাধীন জমির মোট উৎপাদন নিসাব পরিমাণ হলেই উশর আদায় করতে হবে। প্রত্যেক মালিকের অংশ ভাগ করার পর নিসাব নির্ধারণ করা যাবে না। কারণ, উশরের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা বিবেচিত হয় না। তাই ওয়াকফকৃত ভূমির উৎপাদনের উশর আদায় করতে হয়, যদিও এ জমির নির্দিষ্ট কোনো মালিক নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, যৌথভাবে উশর আদায় করতে হবে না। মালিকদের অংশ ভাগ করার পর যার অংশ নিসাব পরিমাণ হবে সে উশর আদায় করবে।^{৩৬} অন্যান্য ফসলের জাকাতের বিধান বিবেচনায় নিলে এ মাসয়ালায় ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর অভিমত অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

উশর ব্যয়ের খাত

ফল-ফসলের জাকাতকে উশর বলে। তাই জাকাত ব্যয়ের খাতই উশর বণ্টনের খাত। জাকাত ব্যয়ের খাত আল-কুরআনের সূরা তাওবার ৬০-সংখ্যক আয়াতে সুস্পষ্টরূপে বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

‘সাদাকা তো কেবল—

১. গরিবদের জন্য,
২. মিসকিনদের জন্য,
৩. এর (ব্যবস্থাপনার) সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য,
৪. যাদের মন আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য,
৫. দাসমুক্তির জন্য,

^{৩৫} প্রাপ্ত।

^{৩৬} আস-সারাখসি, ৩ : ৪।

৬. ঋণগ্রস্তদের জন্য,
৭. আল্লাহর পথে জিহাদকারীর জন্য আর
৮. পথিকের জন্য।

এটা আল্লাহর অবশ্যপালনীয় বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।’

এ আয়াতের বর্ণিত আটটি খাতে জাকাত ও উশরের অর্থ ব্যয় করা হয়। ন্যায়নিষ্ঠ খলিফাদের যুগে বায়তুলমালে জাকাত-উশর ও সাদাকার আমদানি জমা রাখার জন্য স্বতন্ত্র তহবিল প্রতিষ্ঠা এবং উপরিউক্ত খাতগুলোতেই ব্যয় করা হতো। এ বিষয়ে ফিকহের গ্রন্থগুলোতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

উশর ও জাকাতের মাঝে পার্থক্য

জাকাতের একটি প্রকার উশর। তবে স্বর্ণ-রৌপ্য, নগদমুদ্রা ও ব্যবসায়িক পণ্যের জাকাতের সাথে উশরের নিসাব ও পরিমাণগত পার্থক্য ছাড়াও আরও দুটি মৌলিক পার্থক্য আছে।

ক. জাকাত বার্ষিক, উশর মৌসুমি : স্বর্ণ, রূপা, নগদমুদ্রা ও ব্যবসায়িক পণ্যের জাকাত আদায় করতে হয় চান্দ্রবছরে একবার। কিন্তু উশরের সাথে বছরের সম্পর্ক নেই। প্রতিবার ফসল আহরণের পর উশর আদায় করতে হবে। এক বছরে দুবার উৎপাদন হলে দুবারই উশর আদায় করতে হবে। আবার একবারও উৎপাদন না হলে কোনো উশর আদায় করতে হবে না।

খ. একই ফসলের উশর একাধিকবার আদায় করতে হয় না : নির্দিষ্ট ফসলের উশর একবারই আদায় করতে হয়। যেমন : এক ব্যক্তির ২০০ মণ ধান উৎপাদিত হলো। তিনি জাকাতের বিধানের আলোকে উশর আদায়ের পর অবশিষ্ট ধান গোলায় রেখে দিলেন। এ শস্য বা এর কিছু অংশ দুই বছর বা আরও বেশি সময় ধরে গোলায় থাকলে তা হতে দ্বিতীয়বার উশর প্রদান করতে হবে না। জাকাতের বিষয়টি ভিন্ন। বছরের শেষে খরচের অতিরিক্ত জমা অর্থের (নিসাব পরিমাণ হলে) ওপর জাকাত ফরজ হয়। এ বছরের সম্পদে বিগত বছরের কিছু সম্পদ যুক্ত হলে সম্পূর্ণ অর্থের জাকাত দিতে হবে। পূর্বের বছর জাকাত প্রদান করা হয়েছিল বলে সে বছরের অবশিষ্ট সম্পদ জাকাত হতে অব্যাহতি পাবে না।

উৎপাদন খরচ কর্তন

উশরের আলোচনার সমাপ্তির পূর্বে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। সেটি হলো, উশরের নিসাব ও পরিমাণ হিসাব করার সময় উৎপাদন খরচ বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গ। আধুনিক যুগে কৃষি-উৎপাদনের খরচ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় এ প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তা আলোচিত হলো।